বি.ও.জি. এম সি কর্মচারী অবসরভাতা ও সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল বিধিমালা ১৯৮৮।

(অবসর ভাতা ট্রাস্ট)

সেকশন সমাপ্ত

মো: আব্দুর রহিম
সেক্রেটারী
বি ও জি এম সি [illegible]
[illegible]

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন
প্রশাসন বিভাগ
ইব্রাহিম ম্যানশন, ১১, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

নং-২১.৩৫.৩৫

তারিখ :-- ১১-১২-১৯৮৮ ইং
০৪-৯-১৩৯৫ বাং

স্মারকলিপি

করপোরেশনের ১৩-১২-৮৮ ইং (২৯-৮-৯৫ বাং) তারিখের ২১.২৬.৬৯ নম্বর স্মারকলিপি'র মাধ্যমে সরকারের অনুমোদন অনুযায়ী "বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন(বিওজিএমসি) কর্মচারী অবসরভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা" ১-৭-৮৫ ইং তারিখ হইতে প্রবর্তন করা হইয়াছে।

২। করপোরেশনের অবসরভাতা তহবিল গঠন, তহবিল ব্যবস্থাপনা, অবসরভাতা হারাদি ও অবসরভাতা বিতরণ সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে একটি বোর্ড অব ট্রাষ্টি গঠন করা হইল :-

(ক) পরিচালক(অর্থ), বিওজিএমসি	:	চেয়ারম্যান
(খ) প্রধান ব্যবস্থাপক(প্রশাসন), বিওজিএমসি	:	ট্রাষ্টি
(গ) প্রধান ব্যবস্থাপক(হিসাব), বিওজিএমসি	:	"
(ঘ) প্রধান ব্যবস্থাপক(নিরীক্ষা), বিওজিএমসি	:	"
(ঙ) সভাপতি, বিওজিএমসি অফিসার্স এসোসিয়েশন বিওজিএমসি'র কর্মকর্তাগণের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।	:	"
(চ) সভাপতি, সি বি এ-বিওজিএমসি'র কর্মচারীগণের প্রতিনিধিত্ব করিবেন।	:	"
(ছ) সহকারী প্রধান হিসাবরক্ষক(পে-রোল) বিওজিএমসি প্রধান কার্যালয়।	:	সেক্রেটারী

৩। বোর্ড অব ট্রাষ্টি বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (বিওজিএমসি) কর্মচারী অবসরভাতা, অবসরজনিত সুবিধাদি ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালায় (কপি সংযুক্ত) প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অনতিবিলম্বে গ্রহণ করিবেন।

১৯/১২/৮৮
লেঃ কর্ণেল(অবঃ)
(এ,এস,এম, অলিউল্লাহ)
পরিচালক(প্রশাসন)

বিতরণ :-

১। বোর্ড অব ট্রাষ্টির চেয়ারম্যান/ট্রাষ্টি/সেক্রেটারী।
২। পরিচালক( ), বিওজিএমসি, ঢাকা।
৩। সকল বিভাগীয় প্রধান, বিওজিএমসি।

নথি/

(ঘ) বিওজিএমসি :- বিওজিএমসি বলিতে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন'কে বোঝায়।

(ঙ) কর্তৃপক্ষ :- কর্তৃপক্ষ বলিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে বোঝায়।

৫। অবসর :- বর্তমানে ৫৭ বৎসর বয়স বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক পরিবর্তীত হইতে পারে) পূর্ণ হওয়ার পর অবসর গ্রহণের উপযোগী বয়সে উপনীত হইলে বাংলাদেশ তৈল, ও গ্যাস খনিজ সম্পদ করপোরেশনের কোন কর্মচারী বাধ্যতামূলকভাবে অবসর গ্রহণ করিবেন, তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) একজন কর্মচারী তাহার চাকুরীকালে ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর যে কোন সময়ে তাহার প্রার্থীত অবসর গ্রহণকারী তারিখে অন্তত পক্ষে ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানাইয়া চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন। এইরূপ ইচ্ছা একবার প্রকাশ করা হইলে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং যেই কর্মচারী এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন তাহাকে তাহা প্রত্যাহার করার বা সংশোধন করার সুযোগ প্রদান করা হইবে না। কোন কর্মচারী ২৫ বৎসর নিরচ্ছিন্ন চাকুরী করার পূর্বে যদি স্বইচ্ছায় পদত্যাগ করেন চাকুরী থেকে ইস্তফা দেন তবে তিনি পেনশন পাইবেন না।

(খ) কর্তৃপক্ষ করপোরেশনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিলে একজন কর্মচারীকে তাহার চাকুরীকালের ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পর কোন কারণ উল্লেখ না করিয়া যে কোন সময়ে চাকুরী হইতে অবসর প্রদান করিতে পারেন।

(গ) চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের অথবা চাকুরীকাল সমাপ্ত হইবার সময় যদি কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন আইনানুগ অভিযোগ বা বিভাগীয় অভিযোগ বিচারাধীন ভাবে পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে যথাসময়ে অবসর গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করা হইবে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত এইরূপ অভিযোগের মীমাংসা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ভবিষ্যতে তহবিলে প্রদত্ত তাহার চাঁদা ও সেই তহবিলের সুদ ব্যতীত তিনি কোন অবসর ভাতা বা অন্যান্য অবসরজনিত সুযোগ-সুবিধা পাইবার যোগ্য হইবেন না। এইরূপ বিচার সাপেক্ষে অবসর ভাতা বা অন্যান্য অবসরজনিত সুযোগ-সুবিধার বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

(ঘ) এই বিধিমালার জন্য অবসর পূর্ব ছুটি (এলপিআর) প্রবর্তনের তারিখে অবসরের তারিখ বলিয়া বিবেচনা করা হইবে।

৬। অব্যাহতি/অবসরের বিজ্ঞপ্তি :-

(ক) কোন স্থায়ী ও নিয়মিত কর্মচারীকে তাহার পদের বিলুপ্তির কারণে চাকুরী হইতে অব্যাহতি দেওয়ার পূর্বে কমপক্ষে ৯০(নব্বই) দিনের বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হইবে।

(খ) অবসর গ্রহণের উপযোগী বয়সে উপনীত হওয়ার কারণে অবসর গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীকে অবসর গ্রহণে উপযোগী বয়স প্রাপ্ত হওয়ার তারিখের ৬০(ষাট) দিন পূর্বে তাহার অবসর গ্রহণের তারিখ জানানো হইবে।

৭। পরিবারের সংজ্ঞা :-

পরিবার বলিতে কোন কর্মচারীর পরিবার বোঝায়, যাহার মধ্যে থাকিবে :-

১। পুনরায় বিবাহ করা পর্যন্ত কোন পুরুষ কর্মচারীর স্ত্রী বা স্ত্রীগণ।
২। কোন মহিলা, কর্মচারীর ক্ষেত্রে তাহার স্বামী।
৩। কর্মচারীর বৈধ সন্তানগণ এবং
৪। কর্মচারীর বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও তাঁহার মৃত পুত্রের বৈধ সন্তানগণ।

উপর পাতায় চলুন।

৮। পোষ্যগণের সংজ্ঞা :-

পূর্বরতীতা অনুসারে নিম্নলিখিত আত্মীয়গণ পোষ্য হিসাবে বিবেচিত হইবেন :-

১) পিতা।

২) মাতা।

৩) ১৮ বৎসরের কম বয়সের ভাই।

৪) বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত অবিবাহিতা বোন।

৯। অবসর ভাতা পাইবার যোগ্য চাকুরীকাল :-

ক) ১৮ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের স্থায়ী ও নিয়মিত প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যেই সময়কাল চাকুরী করা হইয়াছে তাহা অবসর ভাতা পাইবার যোগ্য চাকুরীকাল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

খ) অকাল অবসরের ক্ষেত্রে অবসর গ্রহণ করার পর ছুটি হিসাবে যেই সময়কাল ব্যয় করা হইয়াছে তাহা কেবল মাত্র অবসর ভাতা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে যোগ্য চাকুরীকাল বলিয়া বিবেচিত হইবে, কিন্তু বেতন, বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রদানের জন্য তাহা যোগ্য চাকুরীকাল বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

গ) ভবিষ্য অবসর ভাতা/আনুতোষিক গননা করার জন্য বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন পূর্বতন চাকুরীকাল।

ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান, সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্ত-শাসিত, আন্তর্জাতিক এজেন্সী, জাতিসংঘের সংস্থা সমূহ অথবা কোন স্বীকৃত এজেন্সীতে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন হইতে নিয়োগে প্রেরীত চাকুরীকাল।

১০। যে চাকুরীকাল অবসর ভাতা পাইবার যোগ্য নয় :-

ক) ১৮ বৎসর বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বকালীন চাকুরীকাল।

খ) সামরিক ও অসামরিক আদালতের দণ্ডাদেশের অধীন কারাদণ্ডকাল।

গ) সামরিক ও অসামরিক আদালতের দণ্ডাদেশে কারাদণ্ডের অধীন [illegible]

ঘ) যোগ্য কর্তৃপক্ষ বা কোন আইন আদালত কর্তৃক অবসর ভাতার জন্য [illegible] চাকুরী।

ঙ) বিনা বেতনে অননুমোদিত অনুপস্থিতি ও ছুটি।

চ) প্রবিধিমালায় বর্ণিত চাকুরীর শর্তাদির আওতায় অবসর ভাতা পাইবার জন্য আদালত কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত প্রাক-শিক্ষানবিশকাল (পিরিয়ড অব এপ্রেন্টিসশীপ)।

(ছ) অবসর গ্রহণের উপযোগী বয়সে উপনীত হওয়ার পর অবসর পূর্ব ছুটি হিসাবে ব্যয়িত সময়কাল।

(জ) দোষী সাব্যস্তকরণ, শাস্তি প্রদান, অথবা পদচ্যুতি অথবা অপসারণ অথবা বাধ্যতামূলক অবসরের মাধ্যমে চাকুরী হইতে সাময়িকভাবে বরখাস্তকাল।

১১। পূর্বতন চাকুরীকাল গণনা :-

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের চাকুরীতে যোগদান করার পূর্বে স্ব-শাসিত/আধা-শাসিত প্রতিষ্ঠান, সরকারী প্রতিষ্ঠান অথবা জাতীয়করণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানে যেই সময়কালে চাকুরী করা হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত শর্তাদি সাপেক্ষে নিয়োগকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ভবিষ্যত অবসর ভাতা/আনুতোষিকের জন্য গণনা করা হইবে :-

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য।

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন

বোর্ড অব ডাইরেক্টরস

১

বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (বিওজিএমসি) কর্মচারী অবসর ভাতা ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা-১৯৮৮

১। <u>সংক্ষিপ্ত শিরোনাম</u> : এই বিধিমালা ১৯৮৮ সালের বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন কর্মচারী অবসর ভাতা ও সাধারণ ভবিষ্য তহবিল নামে অভিহিত হইবে।

২। <u>প্রয়োগ</u> : এই বিধিমালা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের সকল স্থায়ী ও নিয়মিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে :-

(১) যেই সকল ব্যক্তি সরকারী অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হইতে অবসরভাতা পাইয়া থাকেন।

(২) খন্ডকালীনভাবে কর্মরত কর্মচারীগণ।

(৩) যেই সকল কর্মচারী সরকারী অথবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান হইতে প্রেষণে কর্মরত আছেন।

(৪) অনধিক ছয় মাস সময়ের জন্য সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ।

(৫) ছুটিজনিত শূন্য পদসমূহে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ।

(৬) দৈনিক ভিত্তিতে নিযুক্ত উপ-নিমিত্ত (কন্টিনজেন্ট) কর্মচারী বা ব্যক্তিগণ।

(৭) চুক্তি ভিত্তিতে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে বিভিন্ন গবেষণা/বৃত্তি গবেষণা/[illegible] সমূহে ও অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ।

(৮) সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন গবেষণা ও বৃত্তি গবেষণা প্রকল্পসমূহে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ।

৩। <u>প্রবর্তন</u> :- এই বিধিমালা ১৯৮৫ ইং সালের ১লা জুলাই হইতে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে। তবে শর্ত থাকে যে :

১) চাকুরীরত নিয়মিত কর্মচারীদের জন্য তাঁহাদের চাকুরীতে বহাল হইবার তারিখ এবং সরকার কর্তৃক এই বিধিমালা অনুমোদিত হইবার তারিখ হইতে এই বিধিমালার অন্তর্গত অবসর ভাতার সুবিধাদি প্রযোজ্য হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কর্মচারীবৃন্দ অবসর ভাতা সুবিধাদি গ্রহণ করার জন্য নিজেদের ইচ্ছা ব্যক্ত করিবেন এবং তাঁহাদের প্রদেয় ভবিষ্যত তহবিল (সিপিএফ)-এর বিওজিএমসি প্রদত্ত চাঁদা এবং তজ্জাত সুদ বিওজিএমসি'কে সমর্পণ করিবেন।

২) এই বিধিমালার আওতায় যেই সকল কর্মচারী অবসর ভাতা পাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন, প্রদেয় ভবিষ্যত তহবিলে তাঁহাদের নিজস্ব চাঁদা ও সেই তহবিলের সুদ বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন কর্তৃক সংরক্ষণযোগ্য সাধারণ ভবিষ্যত তহবিল হিসাবে গঠিত হইবে। অবসর ভাতা পাইবার জন্য যাহারা ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন তাহারা বাধ্যতামূলক চাঁদা প্রদানকারী রূপে সাধারণ ভবিষ্যত তহবিলের সদস্য হিসাবে যোগদান করিবেন।

৩) সরকার কর্তৃক এই বিধিমালা অনুমোদিত হইবার তারিখে অথবা তাহার পরে যাঁহারা বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনে চাকুরীতে নিযুক্ত হইবেন, তাহাদের সকলের প্রতি এই বিধিমালা বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হইবে।

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য।

৪) যেই সকল ব্যক্তি বর্তমানে আনুতোষিক পাইবার ও প্রদেয় ভবিষ্যত তহবিলে সদস্য হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন, সেই সকল ব্যক্তি বর্তমান বিধিমালা/ নির্দেশমালা দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকিবেন ও স্বাভাবিকভাবে সময়ে সময়ে সেই বিধি কিংবা নির্দেশমালা সংশোধন সাপেক্ষে প্রদেয় ভবিষ্যত তহবিল ও আনুতোষিক পাইবার যোগ্য হইবেন।

৫) চাকুরী বিধিমালার আওতায় গঠিত আনুতোষিক ও প্রদেয় ভবিষ্যত তহবিলে চাঁদা প্রদানের পরিবর্তে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন উহার কর্মচারীগণকে ১৯৮৫ সালের ১লা জুলাই হইতে কার্যকর এই বিধিমালার আওতায় অবসর ভাতা ও আনুতোষিক প্রদান করিবেন।

৪। সংজ্ঞা :-

(ক) বেতন : বেতন বলিতে মূল বেতন, বিশেষ বেতন, ব্যক্তিগত বেতন, কারিগরী বা টেকনিক্যাল বেতন ও অন্যান্য পরিভূতি বোঝায় যাহা অবসর ভাতার জন্য নির্ধারণ যোগ্য এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে সুনির্দিষ্টভাবে ঘোষিত হইবে।

(খ) সর্বশেষ আহরিত বেতন :- সর্বশেষ আহরিত বেতন বলিতে বেতন ও অন্যান্য নির্ধারণ যোগ্য পরিভূতি বোঝায়, যাহা কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ এনবিআর-এ যাওয়ার, অথবা দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে আহরণ করিয়াছিলেন।

(গ) চাকুরী :- চাকুরী বলিতে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের অনুগত কোন স্থায়ী ও নিয়মিত প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক ও নিয়মিত চাকুরী বোঝায়। বহালকৃত শিক্ষানবিশের চাকুরী এই চাকুরী অন্তর্ভুক্ত হইবে। কিন্তু বহাল করা হয়নি এমন শিক্ষানবিশের চাকুরী ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(ঘ) অবসর ভাতা যেই ক্ষেত্রে অবসর ভাতা" আনুতোষিক-এর বিরোধী ধারণা হিসাবে ব্যবহৃত, সেই ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে আনুতোষিক "অবসর ভাতা"র অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ঙ) অবসর :- অবসর বলিতে ব্যক্তিগত অবসরপ্রাপ্ত, অবসর গ্রহণে অনুমতি প্রাপ্ত, অব্যাহতি প্রাপ্ত, ব্যক্তিগত দোষত্রুটি ছাড়া অন্য কোন কারণে চাকুরীচ্যুত ব্যক্তিকে বোঝায় এবং সুনির্দিষ্ট অভিযোগে চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা পদত্যাগ করিয়াছে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় না।

(চ) অকাল অবসর :- অকাল অবসর বলিতে অবসর গ্রহণে উপযোগী বয়সে উপনীত হওয়ার আগে অবসর প্রাপ্ত অবসর গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রাপ্ত অথবা চাকুরী হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বোঝায়।

(ছ) কর্মচারী :- কর্মচারী বলিতে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে বোঝায়, কিন্তু, চুক্তি, উপনিমিত্ত, ঠিকাকাজ ও দৈনিক মুজুরীর ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে বোঝায় না। বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের অস্থায়ী কর্মচারীগণ করপোরেশনের কর্মচারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

(জ) সরকারী দাবী :- সরকারী দাবী বলিতে যে কোন সরকারী ঋণ বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বিষয়াদি বোঝায়, যাহা কোন কর্মচারীর ভুলে বা অপূর্ণতার কারণে বা অনিয়মের ফলে সরকারী তহবিল বা তাহার তহবিলের পর্যায়ে পড়ে এবং যাহা সম্পর্কে দোষী কর্মচারী কর্তৃপক্ষের কাছে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হাজির করিতে পারে নাই।

অপর পৃষ্ঠায় চলুন।

ক) কর্মচারীকে তাঁহার পূর্বতন চাকুরীকাল গণনার জন্য সেই চাকুরীকালের পূর্ণ বিবরণ উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের চাকুরীতে যোগদান করার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে এই বিধিমালার 'খ' পরিশিষ্টে বর্ণিত ফরমে ছয় কপি দরখাস্ত অবশ্যই পেশ করিতে হইবে। পূর্ববর্তী নিয়োগকারী কর্তৃক সত্যায়িত কৃত্যক বই অথবা চাকুরীর বিবরণ দরখাস্তের সাথে অবশ্যই পেশ করিতে হইবে।

খ) পূর্বতন চাকুরী হইতে যদি কোন আনুতোষিক বা অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি গ্রহণ করা হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহা বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের চাকুরীতে যোগদানের ৪র্থ মাস হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনূর্ধ ৩৬টি মাসিক কিস্তিতে অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

গ) ১। যেই কর্মচারী অবসর ভাতা গ্রহণ করিবেন তিনি বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের চাকুরীতে যোগদান করার চতুর্থ মাস হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনূর্ধ ২৪ টি সমমাসের কিস্তিতে অবসর ভাতা প্রত্যার্পণী অংক অবশ্যই জমা দিবেন। যে সমস্ত কর্মচারী অবসর ভাতা গ্রহণ করিবেন তাঁহারা পূর্বতন চাকুরী হইতে যদি তখনকার উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কোন আনুতোষিক বা অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে উক্ত আনুতোষিক বা অন্যান্য সুবিধাদির অর্থ এককালীন সংস্থা'কে প্রদান করিলেও পূর্বতন চাকুরীর মেয়াদকাল হইতে অবসর ভাতার সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে, সে ক্ষেত্রে তাঁহার নূতন নিয়োগ পত্রে পূর্ব চাকুরীর বিরামহীনতার উল্লেখ থাকিতে হইবে।

২। সিএসআর-৫১৪ বিধি অনুযায়ী এইরূপ ব্যক্তির বেতন স্থির করা হইবে, অর্থাৎ প্রারম্ভিক বেতন ও অবসর ভাতা পূর্বতন চাকুরী হইতে অব্যাহতি পাওয়ার সময়ে যে বাস্তব বেতন আহরণ করা হইয়াছে তাহা হইতে বেশী হইবে না।

ঘ) যেই কর্মচারী ভবিষ্যত অবসর ভাতা/আনুতোষিক এর উদ্দেশ্যে তাঁহার পূর্বতন চাকুরী গণনা করিতে ইচ্ছুক, তিনি এফআর ও এসআর-ভলিয়্যুম-২ এর অন্তর্ভুক্ত ১১-ক সংখ্যক পরিশিষ্টে সংযোজিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার অনুযায়ী পূর্বতন চাকুরীর জন্য অবসর ভাতার চাঁদা অবশ্যই জমা দিবেন। অবসর ভাতা/চাঁদার অংক বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের চাকুরীতে যোগদান করার ৬ষ্ঠ মাস হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনূর্ধ ২৪টি সমমাসিক কিস্তিতে জমা দিতে হইবে।

ঙ) কোন কর্মচারী বর্তমান চাকুরীতে পূর্ববর্তী আনুতোষিক ও অবসরভাতা চাঁদার সম্পূর্ণ অংক ফেরৎ না দেওয়া পর্যন্ত সেই কর্মচারীর পূর্বতন চাকুরীকাল গণনার অধিকারের বিষয় উত্থাপন করা যাইবে না।

চ) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এইরূপ কর্মচারীর পূর্বতন চাকুরীকাল গণনার দাবী গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করার সম্পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করিবেন।

৩। চাকুরীকালের ঘাটতি/ব্যাহতি প্রমার্জন :

ক) ছয় মাস অথবা ছয় মাসের কম অবসর ভাতা পাইবার যোগ্য চাকুরীকালের ঘাটতি স্বতঃসিদ্ধ ভাবে প্রমার্জন করা যাইবে বলিয়া গণ্য হইবে।

খ) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ছয় মাসের অধিক অথবা এক বৎসরের কম চাকুরীকালের ঘাটতি প্রমার্জন করিতে পারেন, যদি নিম্নলিখিত দুইটি শর্ত পালন করা হয় :-

১) কোন ব্যক্তি চাকুরীরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে অথবা তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন নহে এমন কারণে যেমন-অসমর্থ হওয়ার জন্য অথবা বিনা দোষে কাহারও চাকুরী অপ্রয়োজনীয় বিবেচিত হইলে তিনি অবসর ভাতা পাইবার যোগ্য চাকুরীকালের কয়েকটি বৎসর সম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া নিতে হইবে, এবং

২) যদি কর্মচারী প্রদত্ত সেবা বা সার্ভিস সন্তোষজনক হইয়া থাকে।

গ) পূর্ণ এক বৎসরের অথবা ততোধিক চাকুরীকালের ঘাটতি অবশ্যই প্রমার্জন করা যাইবে না।

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য।

ঘ) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তিন মাস সময় পর্যন্ত চাকুরীকালের ব্যাহতি প্রমার্জন করিতে পারিবেন এবং সরকার তিন মাসের অতিরিক্ত সময়ের চাকুরীকালের ব্যাহতি প্রমার্জন করিতে পারিবেন।

দ্রষ্টব্য : স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের ক্ষেত্র ব্যতীত অবসর ভাতা পাইবার যোগ্য চাকুরীকালের ঘাটতি অবসর ভাতা পাইবার ও অবসর ভাতা অথবা আনুতোষিকের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য গ্রাহ্য হইবে।

১৩। মনোনয়ন :-

১) একজন কর্মচারী অবসর ভাতা পাইবার যোগ্য চাকুরীকালের তিন বৎসর সম্পূর্ণ করার পূর্বে পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যকে অবসর ভাতা বা আনুতোষিক পাইবার অধিকার প্রদান করিয়া মনোনয়ন দান করিতে পারিবেন, যেই অবসর ভাতা বা আনুতোষিক সেই কর্মচারীর মৃত্যু হইলে তাঁহার পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যের জন্য মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

২) যদি কোন কর্মচারী উপরোক্ত অনুচ্ছেদ(১)-এর আওতায় একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করেন তাহা হইলে তিনি মনোনয়নে এমনভাবে প্রত্যেক কর্মচারীকে প্রদেয় অংশের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিবেন, যাহাতে সেই কর্মচারীর সম্পূর্ণ অংশের পরিমাণ, আনুতোষিক অথবা অনুমোদনযোগ্য অন্যান্য অবসরজনিত সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে নিশ্চয় করা যাইতে পারে।

৩) এই বিধিমালার পরিশিষ্ট 'ক'-এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী প্রত্যেকটি মনোনয়ন প্রদান করিতে হইবে।

৪) একজন কর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যেকটি মনোনয়ন এবং সেই মনোনয়ন বাতিল করার প্রত্যেকটি বিজ্ঞপ্তি বৈধ বলিয়া গণ্য করিতে হইলে এবং অনুরূপ বিজ্ঞপ্তি কর্তৃপক্ষ/প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রাপ্তির তারিখ হইতেই উহা কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৫) একজন কর্মচারী যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়া যে কোন মুহূর্তে মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন, তবে শর্ত থাকে যে, কর্মচারী এইরূপ বিজ্ঞপ্তির সংগে নতুন মনোনয়ন অবশ্যই প্রেরণ করিবেন।

৬) কর্মচারীর মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যুর পরপরই নতুন মনোনয়ন দানসহ আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্বেকার মনোনয়ন বাতিল করিয়া লিখিতভাবে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ করিবেন।

৭) একজন কর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যেকটি মনোনয়ন এবং সেই মনোনয়ন বাতিল করার প্রত্যেকটি বিজ্ঞপ্তি গ্রহণ করার তারিখ উল্লেখপূর্বক হিসাবরক্ষণ বিভাগের প্রধান কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং যেই ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য তদনুযায়ী কর্মচারীর কুত্যক-বহি ও ব্যক্তিগত নথিতে উহা রাখিতে হইবে।

১৪। অবসর ভাতা অনুমোদনের শর্তাবলী :-

একজন কর্মচারীর চাকুরীকাল অবসর ভাতা পাইবার যোগ্য হইতে পারেন যদি সেই চাকুরীকালে নিম্নলিখিত শর্তাবলী পরিপালিত না হইয়া থাকে :-

(ক) বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের নিয়মিত প্রতিষ্ঠানের অধীন চাকুরী অবশ্যই বহাল থাকিবে।

(খ) অবসর ভাতা পাইবার যোগ্য চাকুরীকাল অবশ্যই নিরবচ্ছিন্নভাবে ১০(দশ) বৎসর অথবা ততোধিক সময়কালের হইতে হইবে।

সময় বাড়ায় দ্রষ্টব্য।

(গ) চাকুরী অবশ্যই সন্তোষজনক হইতে হইবে।

(ঘ) কর্মনিয়োগ বাস্তব ও স্থায়ী হইতে হইবে।

১৫। অবসর ভাতা শ্রেণী বিভাগ :-

(ক) ক্ষতিপূরণ অবসর ভাতা :- একজন কর্মচারী যদি তাহার পদ বিলুপ্ত হওয়ার কারণে অবসর গ্রহণ করেন অথবা পদত্যাগ করার পরিবর্তে অবসর গ্রহণ করার জন্য অনুমতি লাভ করেন অথবা বরখাস্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ১০(দশ) বৎসর অথবা ততোধিক অবসরভাতা পাইবার যোগ্য চাকুরীকালের জন্য ক্ষতিপূরণ অবসরভাতার মঞ্জুর করা যাইতে পারে এবং অপেক্ষাকৃত কম চাকুরীকালের জন্য আনুতোষিক মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(খ) অসমর্থ অবসরভাতা :- বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের একজন কর্মচারী যদি কর্তৃপক্ষ ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত চিকিৎসা বোর্ডের মত অনুযায়ী বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনের চাকুরীতে থাকাকালীন শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে স্থায়ীভাবে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে ১০(দশ) বৎসর বা ততোধিক অবসরভাতা পাইবার যোগ্য চাকুরীকালের জন্য তাহাকে বা তাঁহার পরিবারকে অসমর্থ অবসরভাতা মঞ্জুর করা যাইতে পারে এবং অপেক্ষাকৃত কম চাকুরীকালের জন্য আনুতোষিক মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(গ) অবসর গ্রহণ করা কালীন অবসরভাতা :- যদি কোন কর্মচারীকে অবসর গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করা হয় অথবা তিনি অবসর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে ২৫(পঁচিশ) বৎসর বা ততোধিক অবসর ভাতা পাইবার যোগ্য চাকুরীকাল পূর্ণ করার পর তাঁহাকে অবসর গ্রহণ করার সময়ে অবসর ভাতা মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(ঘ) অবসর গ্রহণ করার উপযোগী বয়সে উপনীত হওয়া কালীন অবসরভাতা :- যদি একজন কর্মচারী সর্বোচ্চ বয়স সীমায় অথবা অবসর গ্রহণের উপযোগী বয়সে উপনীত হওয়ায় চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে ১০(দশ) বৎসর বা ততোধিক অবসর ভাতা পাইবার যোগ্য চাকুরীকালের জন্য অবসর ভাতা মঞ্জুর করা যাইতে পারে এবং অপেক্ষাকৃত কম চাকুরীকালের জন্য তিনি আনুতোষিক পাইবার যোগ্য হইবেন।

(ঙ) পারিবারিক অবসর ভাতা :-

(১) যদি একজন কর্মচারী চাকুরীতে থাকাকালীন ১০(দশ) বৎসর বা ততোধিক অবসর ভাতা পাইবার যোগ্য চাকুরীকাল পূর্ণ করার পর বা তাঁহার অবসর গ্রহণের ১৫(পনর) বৎসরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিবার/পোষ্যগণকে পারিবারিক অবসর ভাতা মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

(২) যদি কোন কর্মচারী চাকুরীতে থাকাকালীন ৩(তিন) বৎসর বা ততোধিক কিন্তু, ১০(দশ) বৎসরের কম অবসর ভাতা পাইবার যোগ্য চাকুরীকাল পূর্ণ করার পর মৃত্যুবরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পরিবার/পোষ্যগণকে আনুতোষিক প্রদান করা যাইতে পারে।

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য।

১৬। অবসরভাতা নির্ধারণ পদ্ধতি :-

(ক) (১) নিম্নলিখিত অবসরভাতা সারণী অনুযায়ী বা কখনো কখনো সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার অনুযায়ী ক্ষতি পূরণ অবসরভাতা অসমর্থ অবসরভাতা, অবসর গ্রহণ করা কালীন অবসর ভাতা এবং অবসর গ্রহণের উপযোগী বয়সে উপনীত হওয়াকালীন অবসর ভাতা নির্ধারণ করা হইবে :

০২/৭/৮৩

অবসরভাতা পাইবার যোগ্য চাকুরীকালের পূর্ণ বৎসরসমূহ	শেষ আহরিত বেতনের শতাংশ	
১০	২৮	৩২
১১	৩১	৩৫
১২	৩৪	৩৮
১৩	৩৬	৪২
১৪	৩৯	৪৫
১৫	৪২	৪৮
১৬	৪৫	৫২
১৭	৪৮	৫৪
১৮	৫০	৫৮
১৯	৫৩	৬২
২০	৫৬	৬৪
২১	৫৯	৬৭
২২	৬২	৭০
২৩	৬৪	৭৪
২৪	৬৭	৭৭
২৫	৭০	৮০

(২) উপরি উক্ত হার বর্তমান অবসর ভাতা বিধিমালা অনুযায়ী (যাহা কখনো কখনো সরকার কর্তৃক পরিবর্তিত হইতে পারে) প্রতি মাসে ১০০/= টাকা নীট সর্বনিম্ন অবসরভাতা ও প্রতি মাসের ৪০০০/= টাকা মোট সর্বোচ্চ অবসর ভাতা সাপেক্ষে বিবেচিত হইবে।

(৩) এতদ্ব্যতীত অবসরভাতা গ্রহণকারী কখনও কখনও সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী পাওয়া গেলে সরকারী কর্মচারী অবসর ভাতা বিধিমালা অনুযায়ী চিকিৎসা ভাতা, এডহক ত্রাণ অথবা বাড়তি এডহক অবসর ভাতা ইত্যাদি পাইতে থাকিবেন।

(৪) যেই কর্মচারী অবসর গ্রহণ অথবা চাকুরীতে থাকাকালীন মৃত্যুবরণ করার পর অবসর ভাতা(অনুকম্পা অবসর ভাতা ব্যতীত) পাইবার যোগ্য হন। সেই কর্মচারী এই বিধিমালার আওতাধীনে তাঁহাকে প্রদেয় মোট অবসরভাতার অর্ধেক পরিমাণ অবশ্যই প্রত্যার্পণ করিবেন এবং প্রতি প্রত্যার্পিত অবসর ভাতার টাকার জন্য নিম্নলিখিত হারে অথবা সরকারী কর্মচারী অবসর ভাতা বিধিমালার আওতায় কখনো কখনো সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত হইতে পারে এইরূপ হারে প্রত্যার্পিত সেই অবসর ভাতার সমপরিমাণ আনুতোষিক পাইবেন।

(ক) ১০(দশ) বৎসর অথবা ততোধিক কিন্তু ১৫(পনর) বৎসরের কম অবসর ভাতা পাইবার যোগ্য চাকুরীকালের জন্য ------------------- ২১০.০০। ২৬০.০০

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য।

(খ) ১৫(পনর) বৎসর বা ততোধিক কিন্তু ২০(বিশ) বৎসরের কম অবসরভাতা পাইবার যোগ্য চাকুরীকালের জন্য ---------- ৳ ১১৫·০০/২২৫·০০

(গ) ২০(বিশ) অথবা তদূর্ধ্ব বৎসরের অবসরভাতা পাইবার যোগ্য চাকুরীকালের জন্য ---------- ৳ ১৮০·০০ ২০০·০০

(ঘ) পারিবারিক ভাতা :-

অবসর গ্রহণের পূর্বে কোন কর্মচারীর মৃত্যু হইলে কিন্তু ১০(দশ) বৎসর অথবা ততোধিক অবসরভাতা পাইবার যোগ্য চাকুরীকাল পূর্ণ করার পর তাঁহার পরিবার/পোষ্যগণ মোট অবসর ভাতার ৫০ শতাংশ হারে ১৫(পনর) বৎসর সময়কালের জন্য অবসরভাতা পাইতে থাকিবেন, যেইটি মৃত্যুর তারিখে অবসর গ্রহণ করিলে তিনি পাইবার জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তাহা ছাড়াও পরিবার/পোষ্যগণ উপরোক্ত উপ-ধারা(ক) (৪) অনুযায়ী মোট অবসর ভাতার অপর ৫০ শতাংশ প্রত্যর্পণী মূল্যের পরিবর্তে আনুতোষিক পাইবেন। এতদ্ব্যতীত, মৃত কর্মচারীর অব্যবহৃত ছুটির পরিবর্তে পরিবার/পোষ্যগণ একটা থোক টাকা পাইবেন। এই টাকার পরিমাণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের ডি এস নং-এমএফ/একডি/নিবন্ধন/ছুটি-১৬/৮৪/১১৩ তারিখ ২১-৯-৮৫ ইং (ইহা সরকার কর্তৃক পরবর্তী সময়ে সংশোধিত প্রতিস্থাপিত হইতে পারে) অনুসারে মৃত কর্মচারীর মূল বেতনের ভিত্তিতে হিসাবকৃত ১২(বার) মাসের মোট বেতনের অধিক হইতে পারিবে না।

২) কর্মচারী যদি অবসর ভাতা ভোগরত অবস্থায়, কিন্তু অবসর গ্রহণের পর ১৫(পনর) বৎসর অতিবাহিত হইবার আগেই মারা যান তাহা হইলে তাঁহার পরিবার/পোষ্যগণ হ্রাসকৃত অবসর ভাতার ৫০ শতাংশ পাইবার যোগ্য হইবেন এবং কর্মচারী অবসর গ্রহণের তারিখ হইতে ১৫(পনর) বৎসরের ভিতর যে সময়কাল অবসর ভাতা লাভ করিয়াছেন তাহার অবশিষ্ট সময়কাল এবং সর্বশেষ গৃহীত অবসর ভাতার সমপরিমাণ ভাতা পরিবার/পোষ্যগণ পাইবেন।

৩) এই বিধিমালার ৭ নম্বর ধারায় ব্যাখ্যা অনুসারে মৃত কর্মচারীর পরিবারকে মূল অবসর ভাতা অনুদান দেওয়া হইবে। মৃত কর্মচারী যদি কোন পরিবার রাখিয়া না যান, তবে মনোনীত ব্যক্তিকে অবসর ভাতা দেওয়া হইবে। যদি কোন মনোনয়ন না থাকে তাহা হইলে এই বিধিমালার ৮ নম্বর ধারার তালিকার উপরের দিকের জীবিত পোষ্যগণ অবসর ভাতা পাইবেন।

৪) মূল অনুদান প্রাপকের মৃত হইলে কিংবা তিনি অবসর ভাতা পাইবার অযোগ্য হইয়া পড়িলে পূর্ববর্তীক্রমে যোগ্য উত্তরাধিকারীকে অবসর ভাতা পুনঃ দেওয়া হইবে।

১৭। পারিবারিক অবসরভাতা পরিশোধ :-

পারিবারিক অবসরভাতা পরিশোধের জন্য পরিবার বলিতে ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞানুসারে পরিবার বোঝায়। ইহাতে ৮ নম্বর ধারায় উল্লেখিত কর্মচারিদের আত্মীয়গণও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

২) এই বিধিমালা মোতাবেক পরিবারের ভোরণ-পোষণের জন্য অবসর ভাতা তাহাকেই দেওয়া হইবে, যিনি -

(ক) মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নী, যদি মৃত কর্মচারী পুরুষ হন, কিংবা স্বামী, যদি মৃত কর্মচারী মহিলা হন, যদি মৃত কর্মচারীর একাধিক পত্নী থাকেন, এবং উত্তরজীবি বিধবা পত্নী এবং সন্তানগণের ভিতর সমান ভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। ১৮ (আঠার) বৎসরের অধিক পুত্র এবং বিবাহিতা কন্যা বাদ যাইবে)। যদি

অবশিষ্ট পাতায় দ্রষ্টব্য।

উত্তরজীবি বিধবা পত্নী ও সন্তানের সংখ্যা ৪(চার) জনের অধিক হয়, তাহা হইলে প্রদানের নিয়ম হইবে এইরূপ: উত্তরজীবি বিধবা পত্নী অবসরভাতার $\frac{১}{৪}$ অংশ পাইবেন, ইহার পর অবশিষ্ট থাকিলে, সন্তানদের ভিতর সমান ভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।(১৮(আঠার) বৎসরের অধিক বয়স্ক পুত্র এবং বিবাহিত কণ্যা বাদ যাইবেন)।

(ঘ) নাবালক সন্তানের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ তাঁহাদের বিধবা মাতা/অভিবাবক তাহাদের পক্ষে অবসরভাতা উঠাইবেন। তবে শর্ত থাকে যে, অবসরভাতা আবেদন পত্রের সাথে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের দেওয়া অভিবাবক সনদ পত্র জমা দিতে হইবে। পরিবারের সদস্যদের একটি তালিকাও (যাহাতে সদস্যের বয়স, লিঙ্গ, বৈবাহিক অবস্থা এবং মৃত কর্মচারীর সাথে তাহাদের সম্পর্কও উল্লেখিত থাকিবে) জমা দিতে হইবে।

১৮। আনুতোষিক হিসাবের পদ্ধতি :-

(ক) যে কর্মচারী ৩(তিন) বৎসর কিংবা তাহার অধিক কিন্তু ৫(পাঁচ) বৎসরের কম সময় যোগ্যতা অর্জনকারী চাকুরী করিয়াছেন তাঁহাকে অবসরের পর কিংবা চাকুরী থেকে পদ বিলুপ্তির কারণে অপসারণের পর তিন মাসের বেতনের সমপরিমাণ আনুতোষিক দেওয়া হইবে। কর্মচারীর মৃত্যু ঘটিলে এই আনুতোষিক তাঁহার পরিবারকে দেওয়া হইবে।

(খ) যে কর্মচারী পাঁচ বৎসর কিংবা তাহার অধিক কিন্তু ১০(দশ) বৎসরের কম সময় যোগ্যতা অর্জনকারী চাকুরী করিয়াছেন, তাহাকে প্রতি এক পূর্ণ বৎসর চাকুরীর জন্য এক মাসের বেতন তাঁহার অবসর গ্রহণের পর কিংবা পদ বিলুপ্তির কারণে অপসারণের ক্ষেত্রে তাঁহাকে কিংবা চাকুরীরত অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার পরিবারকে দেওয়া হইবে।

১৯। আনুতোষিক পরিশোধ :-

যখন আনুতোষিক কর্মচারীর পরিবার কিংবা তাঁহার পোষ্যগণকে পরিশোধের উপযোগী হইবে তখন সংস্থার কর্তব্য হইবে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসরণ করিয়া তাহা পরিশোধ করা :-

(ক) আনুতোষিকের পরিমাণ, কিংবা উহার অংশ বিশেষ, কর্মচারীর মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে মনোনয়নে নির্ধারিত অনুপাত অনুসারে পরিশোধ করিতে হইবে।

(খ) পরিবারের কোন সদস্য কিংবা সদস্যগণের পক্ষে যদি মনোনয়ন না করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিংবা মনোনয়নে যদি শুধু আনুতোষিকের মোট পরিমাণের অংশ বিশেষ সম্পর্কে বলা হইয়া থাকে তাহা হইলে মোট আনুতোষিক কিংবা আনুতোষিকের যেই অংশ সম্পর্কে মনোনয়নে কিছু বলা হয় নাই, উহা সমান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তাঁহার পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে ভাগ করিয়া পরিশোধ করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিদেরকে কোন অংশ পরিশোধ করা যাইবে না :-
(১) যে পুত্রের বয়স ১৮(আঠার) বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য।

(২) মৃত পুত্রের পুত্রগণ, তাঁহাদের বয়স ১৮(আঠার) বৎসর পূর্ণ হইয়া থাকে।
(৩) বিবাহিতা কন্যাগণ যাঁহাদের স্বামী বর্তমান।
(৪) মৃত পুত্রের কন্যাগণ যাঁহাদের স্বামী বর্তমান।

(৫) কর্মচারী পরিবার রাখিয়া না গেলে, আনুতোষিক ভাতা তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ পাইবেন। কোন মনোনয়ন না থাকিলে, উপযুক্ত ৮ নম্বর ধারায় বর্ণিত পূর্ববর্তিতাক্রমে প্রণীত তালিকার সর্বোচ্চ জীবিত উত্তরাধিকারীকে আনুতোষিক ভাতা পরিশোধ করিতে হইবে।

২০। অন্যান্য অবসরকালীন সুবিধাদি :-

(১) অবসর পূর্ব ছুটিকালীন এক বৎসরে একজন কর্মচারী সম্পূর্ণ গড় বেতন ছয় মাসের জন্য এবং আরো ছয় মাসের জন্য অর্ধেক গড় বেতন পাইবেন। ইহা অবসর পূর্ব ছুটি আরম্ভের অব্যবহিত পূর্বে গৃহীত মূল বেতনের ভিত্তিতে হিসাব করা হইবে। তবে এখানে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ছুটি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পাওনা থাকিতে হইবে।

(২) প্রচলিত আইন/আদেশের অধীনে অবসর পূর্ব ছুটির সুবিধাদি ছাড়াও একজন কর্মচারী অবসর পূর্ব ছুটি ভোগের পর যদি তাঁহার আরো ছুটি অবশিষ্ট থাকে তবে তিনি তজ্জন্য নগদে কিছু অর্থ পাইবেন, উক্ত অর্থের পরিমাণ ১২(বার) মাসের বেতনের অধিক হইবে না এবং এই অর্থ অবসর পূর্ব ছুটি আরম্ভের অব্যবহিত পূর্বে গৃহীত মূল বেতনের ভিত্তিতে হিসাব করিতে হইবে। এই ছুটির প্রযোজনীয় রূপান্তর সাধন করা যাইবে : যেমন- গড় বেতনের জন্য একদিনের ছুটি এবং অর্ধ গড় বেতনের জন্য দুই দিনের ছুটি। এই অর্থ অবসর পূর্ব ছুটি গ্রহণের অব্যবহিত পূর্বে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) এখানে শর্ত থাকে যে, যাঁহারা অবসর পূর্ব ছুটির সুবিধাদি ভোগ না করিয়া অবসর গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাও দফা-(২)-এর অধীন উপরে বর্ণিত সুবিধাদি লাভ করিবেন।

(৪) চাকুরীরত অবস্থায় কর্মচারীর মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার পরিবার/পোষ্যগণ দফা-(২) অনুসারে সুবিধাদি পাইবেন।

২১। চাকুরী হইতে অপসারণ কিংবা পদচ্যুতির ক্ষেত্রে অবসরভাতা/আনুতোষিক :-

বিওজিএমসি'র চাকুরী থেকে অপসারিত কিংবা পদচ্যুত হইয়াছেন এমন কর্মচারীকে অবসর ভাতা কিংবা আনুতোষিক প্রদান করা যাইবে না। তবে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বিশেষ বিবেচনাধীনে অনুরূপ (ex-gratia) অবসরভাতা প্রদান করিতে পারিবেন। যাহা স্বাভাবিক অবসর ভাতা/আনুতোষিকের $\frac{২}{৩}$ অংশের অধিক হইবে না।

২২। অবসর ভাতা আটক রাখা এবং হ্রাসকরণ :-

কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে যদি কোন সরকারী দাবী থাকে, যদি তাঁহার চাকুরীরত কোন ঋণ বা দাবী থাকে, যাহা পরিশোধ করার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ কিংবা কোন আদালত উক্ত কর্মচারীকে নির্দেশ প্রদান করিয়া থাকে; তাহা হইলে তাঁহার অবসর ভাতা কিংবা আনুতোষিক আটক রাখা অথবা হ্রাস করা যাইতে পারে।

উপর পাতায় চলিয়া।

২৩। অবসরভাতা তহবিল :-

১) পেনশন স্কীম চালুর ব্যাপারে সরকার কখনও (বর্তমানে বা ভবিষ্যতে) কোন আর্থিক দায়-দায়িত্ব বহণ করিবে না। করপোরেশন নিজস্ব অর্থ সংস্থানের মাধ্যমে এই স্কীম চালু ও পরিচালনা করিবে।

২) বিওজিএমসি একটি অবসরভাতা তহবিল গঠন করিবে। প্রারম্ভিকভাবে এই তহবিল অংশ প্রদায়ক ভবিষ্যৎ তহবিলে (সি পি এফ) কর্মচারীদের চাঁদা এবং আনুতোষিক ও তাহা হইতে লভ্য সুদ দ্বারা গঠন করা যাইতে পারে।

৩) বিওজিএমসি'র কর্মচারীদের মূল বেতনের ১২½% অর্থের সমপরিমাণ অর্থ বিওজিএমসি প্রত্যেক মাসে এবং কর্মচারীদের এক মাসের বেতন প্রতি বৎসর উক্ত অবসরভাতা তহবিলে জমা দিয়া যাইবে। ইহা অবসর ভাতাভোগিত দাবী নিষ্পত্তির তহবিল গঠনে সহায়ক হইবে।

৪) পেনশন তহবিলের টাকা অন্য খাতে খরচ/স্থানান্তর করা যাইবে না।

২৪। তহবিল ব্যবস্থাপনা :-

১) অবসর ভাতা তহবিল লাভজনক উপায়ে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করার জন্য প্রশাসন কর্তৃক একটি বোর্ড অব ট্রাষ্টি গঠন করা হইবে। ট্রাষ্টি বোর্ড অবসর ভাতা তহবিল বৃদ্ধি করিবার জন্য অন্য যে কোন উৎসের সম্ভাবনা খুঁজিয়া দেখিতে পারিবেন।

২) অবসর ভাতা তহবিলের জন্য একটি পৃথক হিসাব রক্ষা করিতে হইবে। অবসরভাতা সাধারণ ভবিষ্য তহবিল এবং অংশ প্রদায়ক তহবিল প্রভৃতি তহবিলে সঞ্চিত অর্থসমূহ একত্রে মিশাইয়া ফেলা যাইবে না।

৩) যে উদ্দেশ্যে অবসরভাতা তহবিল গঠন করা হইয়াছে, তাহা ছাড়া অপর কোন উদ্দেশ্যে উক্ত তহবিল ব্যবহার করা যাইবে না।

৪) নিম্নলিখিত সদস্যদের সমবায়ে বোর্ড অব ট্রাষ্টি গঠন করিতে হইবে :-

১। পরিচালক(অর্থ)
২। প্রধান ব্যবস্থাপক(হিসাব) : চেয়ারম্যান
৩। প্রধান ব্যবস্থাপক(প্রশাসন অথবা সংস্থাপন) : ট্রাষ্টি
৪। প্রধান ব্যবস্থাপক(নিরীক্ষা) : "
৫। সভাপতি, বিওজিএমসি অফিসার্স এসোসিয়েশন : "
বিওজিএমসি'র কর্মকর্তাগণের প্রতিনিধিত্ব করিবেন। : "
৬। সভাপতি, সি বি এ -বিওজিএমসি'র কর্মচারীগণে প্রতিনিধিত্ব করিবেন। : "
৭। সহকারী প্রধান হিসাবরক্ষক(পে-রুল), বিওজিএমসি প্রধান কার্যালয়। : সেক্রেটারী

৫) অবসরভাতা/আনুতোষিক ভাতা এবং ইহার হিসাব রক্ষার দায়িত্ব ট্রাষ্ট পালন করিবেন। পেনশন ও জি পি ফান্ড স্কীম পরিচালনার জন্য কোন অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করা যাইবে না।

৬) বিওজিএমসি কর্তৃপক্ষ সরকারী অবসরভাতা আইনের সহিত সংগতি রাখিয়া পৃথকভাবে অবসর ভাতা বরাদ্দ এবং বিতরণের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবেন।

২৫। অবসরভাতা বরাদ্দ :-

বিওজিএমসি'র হিসাবরক্ষণ অফিসারের হিসাবকৃত সনদের ভিত্তিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সর্বপ্রকার অবসরভাতা বরাদ্দ করিবেন।

২৬। অবসরভাতা বিতরণ :-

(ক) বিওজিএমসি'র হিসাবরক্ষণ বিভাগ কর্তৃক ইস্যুকৃত অবসরভাতা পরিশোধ আদেশের ভিত্তিতে ট্রাষ্ট অবসরভাতা পরিশোধ আদেশে নির্দেশিত উপায়ে অবসরভাতা বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(খ) ট্রাষ্ট অবসরভাতা বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় হিসাব এবং নিরূপন রক্ষা করিবেন।

(গ) [illegible] সোনালী ব্যাংক কিংবা বিওজিএমসি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকের মারফত অবসর ভাতা এবং অন্যান্য অবসর জনিত সুবিধাদি পরিশোধ করা যাইবে।

অবর সচিব [illegible]

(ঘ) ট্রাস্টের কার্যাবলীর সাথে সম্পর্ক রক্ষার জন্য বিওজিএমসি'র হিসাব বিভাগে ট্রাস্টের একটি পৃথক সেল বা শাখা খোলা হইবে।

২৭। অবসরভাতার কাগজ-পত্র জমা দেওয়া, বরাদ্দ করা এবং অবসর ভাতা বিতরণের বিস্তারিত নিয়মাবলী বিওজিএমসি পৃথকভাবে প্রণয়ন করিবেন।

২৮। <u>অবসর ভাতার কাগজ-পত্র প্রস্তুতকরণ :-</u>

অবসর পূর্ব ছুটিতে যাওয়ার আগে কর্মচারী স্বয়ং অবসর ভাতার কাগজ-পত্রাদি তিন কপি করিয়া উঠাইবেন এবং নিম্নলিখিত দলিল পত্রসহ উহা অফিসের প্রধান কর্মকর্তার কাছে জমা দিবেন :-

(ক) ৩(তিন) কপি পাসপোর্ট আকারের আলোক চিত্র (যথাযথভাবে সত্যায়িত)।
(খ) নমুনা স্বাক্ষর (যথাযথভাবে সত্যায়িত)।
(গ) বাম হাতের বৃদ্ধাংগুলীর ছাপ (যথাযথভাবে সত্যায়িত)।
(ঘ) কোন চাহিদা নাই এই মর্মে সনদপত্র।
(ঙ) চাকুরীর খতিয়ান বই/বিবৃতি/চাকুরীর ইতিহাস।
(চ) এল.পি.সি।
(ছ) উত্তরাধিকারীদের সম্পর্কে বিবরণ।
(জ) কর্মচারী স্বয়ং অবসরভাতা উঠাইতে অসমর্থ হইলে উহা উঠাইবার জন্য অন্য কাহাকেও ক্ষমতা অর্পণ।
(ঝ) যে ব্যাংকের মাধ্যমে অবসর ভাতা গ্রহণে ইচ্ছুক সেই ব্যাংকের নাম ও হিসাব নম্বর।

(২) কর্মচারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত কর্মচারীর উত্তরাধিকারীগণ নিম্নলিখিত দলিলসহ তিন কপি অবসরভাতা সংক্রান্ত কাগজ-পত্র জমা দিবেন :-

(ক) অফিস প্রধানের কাছে ইউনিয়ন পরিষদ/ওয়ার্ড চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনারের নিকট হইতে প্রাপ্ত একটি সনদপত্র, যাহাতে মৃত কর্মচারীর উত্তরাধিকারীদের নাম, মৃত কর্মচারীর সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক, বয়স বৈবাহিক অবস্থা প্রভৃতির বিবরণ থাকিবে।

(খ) স্ত্রী/অন্যান্য মহিলা উত্তরাধিকারীগণ কর্তৃক প্রদত্ত এই মর্মে সনদপত্র যে, কর্মচারী পুনরায় বিবাহ করেন নাই। উক্ত সনদপত্র ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভা চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক যথাযথভাবে প্রতিস্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(গ) উত্তরাধিকারীগণের আলোক চিত্র (সত্যায়িত অবস্থায় তিন কপি করিয়া)।

(ঘ) যে কোন স্বীকৃত/অনুমোদিত ডাক্তার/হাসপাতাল/উপজেলা/স্বাস্থ্য প্রকল্প/বিওজিএমসি চিকিৎসা কেন্দ্র হইতে মৃত্যুর সনদ পত্র।

(৩) অবসর ভাতা সংক্রান্ত সম্পূর্ণ কাগজ-পত্র, চাকুরীর খতিয়ান বই/চাকুরীর ইতিহাস/প্রশাসন বিওজিএমসি অথবা প্রতিষ্ঠানিক বিভাগের বিবৃতি ইত্যাদির ভিত্তিতে পরীক্ষিত হওয়ার পর অবসর ভাতা বরাদ্দ করিবার জন্য হিসাবরক্ষণ বিভাগের মাধ্যমে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়া হইবে।

অপর পাতায় দ্রষ্টব্য।

(৪) অবসরভাতা বরাদ্দ করিবার পর হিসাব রক্ষণ বিভাগ কর্তৃক পি-পি-ও ইস্যু করিয়া এই উদ্দেশ্যে গঠিত ট্রাস্টের নিকট জমা দিবেন।

(৫) অনিবার্য কোন কারণে যদি মুতাবিক নিয়মে অবসরভাতা এবং আনুতোষিক এর চূড়ান্ত হিসাব সাব্যস্ত এবং বরাদ্দ করা না যায়, তাহা হইলে বরাদ্দকারী কর্তৃপক্ষ সর্বশেষ গৃহীত বেতন এবং যোগ্যতা অর্জনকারী চাকুরীর ভিত্তিতে অবসর ভাতা এবং আনুতোষিক ভাতা অস্থায়ী ভিত্তিতে বরাদ্দ করিবেন, এবং এই ক্ষেত্রে অস্থায়ী পিপিও ইস্যু করিতে হইবে, যাহাতে অবসর গ্রহণকারী কর্মচারী অবসর গ্রহণের এক মাসের মধ্যে অবসর ভাতা এবং আনুতোষিক পাইতে পারেন। অবসরগ্রহণকারীকে অবশ্য <u>এই মর্মে মুচলেকা দিতে হইবে যে, অস্থায়ী পিপিও সংশোধনে তাঁহার কোন প্রকার আপত্তি থাকিবে না, অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকিলে তাহা ফেরৎ দিবেন এবং তাহার কাছে কোন পাওনা থাকিলে তাহাও ফেরৎ দিবেন।</u>

২১। <u>সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল :</u>

(ক) (১) যাহারা প্রচলিত অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক ভাতার সুবিধাদি গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা স্বতঃই এই বিধিমালা এইসরকার কর্তৃক অনুমোদনের সময় যে সকল বিএডিসি'র চাকুরীরত কর্মচারী বেতন ভোগী ছিলেন এবং

(২) যে সকল কর্মচারী বিধিমালা অনুমোদনের পর নিয়োগ পাইয়াছেন, তাহাদের দুই বৎসর চাকুরী সম্পূর্ণ হওয়ার পর সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে বাধ্যতামূলকভাবে চাঁদা প্রদান করিতে হইবে। দুই বৎসর সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে একজন কর্মচারী ইচ্ছামূলকভাবে তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন।

(খ) মনোনয়ন দাখিলের নিয়ম, চাঁদার সর্ব নিম্নহার, চাঁদার শর্তাবলী, চাঁদা আদায়, জমাকৃত অর্থের উপর সুদ, তহবিল হইতে অগ্রিম প্রদানের নিয়ম, তহবিল হইতে গৃহীত অগ্রিম আদায়, বীমার চাঁদা পরিশোধ, তহবিলে সঞ্চিত অর্থ চূড়ান্তভাবে উঠাইয়া নওয়া ইত্যাদি বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের বিজ্ঞপ্তি নং এম(আর-১১)(৫)/ ৭৯/২৮ তারিখ ১৯৭৯ সালের ৮ই আগষ্ট এবং পরবর্তীকালে অর্থ বিভাগের সংশোধনী স্মারক এমএফ(এফডি)/আর-১১/পি-এফ-৫/৮০/১৩১ তারিখ ১০-৮-৮০ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(গ) সাধারণ ভবিষ্য তহবিল প্রদেয় মাসিক চাঁদার সর্বনিম্ন হার বর্তমানে নিম্নরূপ :

১। ৳ ৬০০/= পর্যন্ত বাৎসরিক বেতনের ২%

২। ৳ ৬০১/= হইতে ৳ ১০০০/= পর্যন্ত বাৎসরিক বেতনের ৪%

৩। ৳ ১০০১/= হইতে ৳ ১৫০০/= পর্যন্ত বাৎসরিক বেতনের ৬%

৪। ৳ ১৫০১/= হইতে ৳ ৪০০০/= পর্যন্ত বাৎসরিক বেতনের ৮%

৫। ৳ ৪০০০/= এর উপর বেতন - বাৎসরিক ১০%।

অবসর ভাতার দ্রষ্টব্য।

(১) উপরোক্ত চাঁদা কর্মচারীদের মাসিক বেতন হইতে আদায় করা হইবে কিন্তু সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালে কর্মচারীর নিকট হইতে চাঁদা আদায় করা হইবে না।

(২) চাঁদার কোন সর্বউচ্চ সীমা থাকিবে না।

(ঘ) ঢাকাস্থ সোনালী ব্যাংকে পৃথক সঞ্চয় হিসাব খুলিয়া বিওজিএমসি তহবিল পরিচালনা করিবেন কিংবা রাষ্ট্রস্ব তহবিলের হিসাব যে ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হয় সেই ব্যাংকে উক্ত হিসাব রক্ষা করা যাইবে।

(ঙ) পৃথক হিসাব, বিবাপন বহি, খতিয়ান লেজার হিসাব প্রভৃতি বিওজিএমসি'র হিসাব রক্ষা বিভাগ সংরক্ষণ করিবেন।

(চ) ঢাকাস্থ সোনালী ব্যাংকে সঞ্চিত তহবিলের ৫০% স্থায়ী আমানত হিসাবে সংরক্ষিত হইবে। কিংবা রাষ্ট্রস্ব তহবিলের হিসাব যে ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হয় উক্ত স্থায়ী আমানত সেই ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হইবে।

(ছ) তহবিলে সঞ্চিত অর্থ অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে না।

৩০। কয়েকটি সাধারণ বিধি :-

১। কর্মচারীর ভবিষ্যৎ সদাচরণ প্রত্যেক অবসর ভাতা প্রদানের ব্যাপারে উহা শর্ত হিসাবে কাজ করিবে।

২)। এই বিধিমালার অধীনে অবসর ভাতার সম্পূর্ণ বা কোন অংশ আটক রাখা কিংবা প্রত্যাহার করার প্রশ্নে বিওজিএমসি'র সিদ্ধান্ত সর্বশেষ ও চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩) এই পেনশন ও গ্রাচুইটি বিধিতে কোন প্রবিধি/প্রচলিত সরকারী বিধি/বিধানের পরিপন্থি/বিচ্যুতি হইলে সেই ক্ষেত্রে সরকারী বিধি/বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৪)। ভবিষ্যতে পেনশন সংক্রান্ত নূতন কোন আদেশ জারী হইলে তাহা সরকারী সংস্থাসেবী থাকিলে তাহা বিওজিএমসি'র ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে এবং সেই অনুযায়ী সরকারী অনুমোদনের মাধ্যমে সংস্থার পেনশন রুল সংশোধন করিয়া নিতে হইবে।

৩১। ইচ্ছা জ্ঞাপন :-

(ক) এই বিধিমালা সরকার কর্তৃক অনুমোদনের সময় যে সকল কর্মচারী বিওজিএমসি'র নিয়মিত বেতনভোগী, তাঁহারা এই বিধিমালার প্রধান অবসর সুবিধাদি গ্রহণ করিবেন, নাকি সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল গ্রহণ করিবেন নাকি প্রচলিত বিধি অনুসারে আনুতোষিক ভাতা এবং প্রদেয় অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল ভাতা গ্রহণ করিবেন, সেই সম্পর্কে নিজস্ব ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতে পারিবেন। অভিপ্রায় বা ইচ্ছা লিখিতভাবে জ্ঞাপন করিতে হইবে। এবং কর্তৃপক্ষ অনুরূপ ইচ্ছা জ্ঞাপন ও ইহার তিন মাসের মধ্যে বিওজিএমসি'র কর্তৃপক্ষের নিকট সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে তাঁহার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিতে হইবে। উক্ত সময়ে যদি কোন কর্মচারী ছুটিতে থাকেন কিংবা বাংলাদেশের বাহিরে থাকেন, তাহা হইলে তিনি ছুটি হইতে ফিরিয়া আসা কিংবা বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসার তিন মাসের মধ্যে স্বীয় ইচ্ছা কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।

(খ) যে কর্মচারী উপরিউক্ত (ক) উপ-ধারায় নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে স্বীয় ইচ্ছা জ্ঞাপন করিবেন না, তাঁহার ক্ষেত্রে ধরা হইবে যে, তিনি এই বিধিমালা অনুসারে অবসরভাতার সুবিধাদি এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের সুবিধাদি গ্রহণ করিবেন।

(গ) একবার কর্তৃপক্ষকে ইচ্ছা জ্ঞাপন করা হইলে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(স্বাক্ষর)

এনাম আহমদ চৌধুরী।

৩২। বিধিমালা সংশোধন :-

এই বিধিমালার সংশোধন, পরিবর্তন সংযোজন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে [illegible] বোর্ডের অনুমোদনক্রমে জারী হইতে পারে, যদি উহা সরকারী [illegible] বিধিমালার সাথে [illegible] না হয়। যদি কোন সংশোধন, পরিবর্তন, সংযোজন সরকারী [illegible] সংগতিহীন হয় এবং সাধারণ [illegible] বিধিমালার [illegible] হয়, তবে তাহা বাংলাদেশ সরকার হইতে অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

৩৩। রহিতকরণ এবং সঞ্চয় :-

(ক) বর্তমানে প্রচলিত বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন আনুতোষিক বিধিমালা এবং বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা এতদ্বারা ১-৭-৮৫ তারিখ হইতে রহিত হইল।

(খ) যে সকল কর্মচারী প্রচলিত অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক সুবিধাদি লাভের পক্ষে ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রে উক্ত রহিতাদেশ কার্যকরী হইবে না।

বোর্ডের নির্দেশক্রমে

মোমিন উদ্দিন আহমদ
চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন

৩২। বিধিমালা সংশোধন ঃ-

এই বিধিমালার সংশোধন, পরিবর্তন, সংযোজন বিওজিএমসি'র পরিচালক বোর্ডের অনুমোদনক্রমে করা যাইতে পারে, যদি উহা সরকারী অবসরভাতা বিধিমালার সাথে সংগতিহীন না হয়। যদি কোন সংশোধন, পরিবর্তন, সংযোজন সরকারী অবসর ভাতা বিধিমালার এবং সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালার সহিত সংগতিপূর্ণ না হয়, তবে উহা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

৩৩। রহিতকরণ এবং সংরক্ষণ ঃ-

(ক) বর্তমানে প্রচলিত বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন আনুতোষিক বিধিমালা এবং বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা অতঃপর ১-৭-৮৫ তারিখ হইতে রহিত হইল।

(খ) যে সকল কর্মচারী প্রচলিত অংশ প্রদায়ক ভবিষ্য তহবিল এবং আনুতোষিক সুবিধাদি লাভের পক্ষে ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রে উক্ত রহিতকরণ কার্যকরী হইবে না।

বোর্ডের নির্দেশক্রমে

[illegible] উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান,
বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন

সংলগ্নী-'ক'

অবসরভাতা/আনুতোষিকের জন্য মনোনয়ন

ব্যক্তিদের ঠিকানা	কর্মচারীর সাথে সম্পর্ক	বয়স	অবসরভাতা/ আনুতোষিক ভাতা কাহাকে কত অংশ পরিশোধযোগ্য	সম্ভাব্য যে সব ক্ষেত্রে প্রদত্ত মনোনয়ন অসিদ্ধ হইবে।	বিওআইএমসি'র কর্মচারীর মৃত্যুর পূর্বে যদি তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি মারা যান, সে ক্ষেত্রে মনোনীত ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ঠিকানা ও সম্পর্ক(যদি থাকে)।

সংলগ্নী-'খ'

পূর্ববর্তী চাকুরী গণনার ছক

১। কর্মচারীর নাম ও পদ : --

২। বেতন ক্রম : --

৩। বিওজিএমসি'তে যোগদানের তারিখ : --

৪। জন্ম তারিখ : --

অংশ-২

১। পূর্ববর্তী অফিস/বিভাগ নাম ও ঠিকানা :

২। বিভাগের মর্যাদা : --

৩। পদ ও বেতনক্রম : পদমর্যাদা ---------------- হইতে --------

স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী

১। --

২। --

৩। --

৪। --

৪। গৃহীত বেতন ও ভাতা : : সময়কাল বেতন অন্যান্য ভাতা

১। --

২। --

৩। --

৪। --

৫। সর্বমোট যোগ্যতা অর্জনকারী চাকুরীর বর্ষ ------------ মাস ------------ দিন ---

৬। গৃহীত আর্থিক সুবিধাদি :

(ক) অবসর ভাতা : সমর্পণ ------ মাসিক হার -------- মোট পরিমাণ ----------

(খ) আনুতোষিক ভাতা : সমর্পণ ----- মোট পরিমাণ -- ------

৭। (ক) ভবিষ্যত অবসরভাতা/আনুতোষিকের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পূর্বতন চাকুরীর কাল গণনায় ইচ্ছুক হইলে : হ্যাঁ না

(খ) ইচ্ছুক হইলে, অবসরভাতার চাঁদা ও গৃহীত আনুতোষিকের অর্থ জমা দিতে প্রস্তুত কি-না এবং অবসরভাতা গ্রহণ স্থগিত রাখিতে সম্মত কিনা : হ্যাঁ না

তারিখ :

কর্মচারীর স্বাক্ষর ----------------

অংশ-৩
=====

(পূর্ববর্তী দফতর কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

৮। প্রত্যয়ণ করা যাইতেছে যে, জনাব --
পূর্ববর্তী (পদ) --
কর্তৃক অংশ ২-এর ক্রমিক নম্বর ১ থেকে ৬-এর মধ্যে পরিবেষ্টিত তথ্যাদি ও বিবৃতি তাঁহার ব্যক্তিগত নথি ও সংশ্লিষ্ট দলিল পত্রের সহিত মিলাইয়া দেখা হইয়াছে এবং উহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। এই সংস্থায় তিনি মোট ------------------ বৎসর ----------
---------- মাস ------------- -- দিন অব্যাহতভাবে কাজ করিয়াছেন এবং তাহাতে কোন প্রকার বিরতি পড়ে নাই।

তারিখ ---------------

দফতর প্রধানের স্বাক্ষর

(অফিসের সীল মোহরসহ)

৯। প্রত্যয়ণ করা যাইতেছে যে, জনাব --
-------------------------------- কর্তৃক পরিবেশিত বিবৃতি সংশ্লিষ্ট দলিলপত্রাদির সহিত মিলাইয়া দেখা হইয়াছে এবং উহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। পূর্ববর্তী তাঁহার মোট ------------------------ বৎসর ---------------- মাস ------------ দিনের চাকুরী [illegible] [illegible] দপ্তর/[illegible] [illegible] অবসরভাতা আনুতোষিকের জন্য গণনা করা যাইতে পারে।

নিয়োগকারী অফিসের স্বাক্ষর

অংশ-৪
======
([illegible] কর্তৃক পূরণ করিবেন)

জনাব --
------------------------------ পদ -------------- এর ------------ হইতে
------------------------ পর্যন্ত চাকুরী নিয়মিত বলে গণনা [illegible] অবসরভাতা/আনুতোষিকের জন্য [illegible] সহিত গণনার জন্য গ্রহণ করা হল ঃ-

(ক) নিম্নোক্ত পরিমাণ অর্থ [illegible] অনুকূলে ---------------- সমান কিস্তিতে ---------
তারিখ হইতে জমা দিতে হইবে ঃ-

১। ছুটির বেতন টাঃ
২। অবসর ভাতা চাঁদা টাঃ
৩। আনুতোষিক টাঃ

(খ) অন্য কোন আদেশ

তারিখ ঃ

স্বাক্ষর -----------------

পদ -----------------